ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 108 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৪ ● কলকাতা ● ১০ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 71

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

'কাম' থেকে 'কামবাসনা' বেশী ঘাতক। কামের বাসনা শরীরের সাথে মানুষের চিত্তকেও নষ্ট করে দেয়।"

" 'স্ত্রী শরীর'-এর সংরচনা এরকমই যে তা শীঘ্র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করে, যেখানে পুরুষের সন্তুষ্টি পেতে অনেক সময় লাগে। এটা কেবল শারীরিক স্তরে নয়, মানসিক স্তরেও ঘটে। 'স্ত্রী'র কোন বস্তু উপভোগ করার থেকে সেই বস্তু বিতরণে বেশী আনন্দ হয়। গ্রহণ করার ক্ষমতা স্ত্রী-তে বেশী হয়। গোপন করার ক্ষমতা স্ত্রীতে বেশী হয় আর বিতরণের ক্ষমতা পুরুষ থেকে স্ত্রীর মধ্যে বেশী হয়। এইসব হল স্ত্রী সুলভবিশেষতা। স্ত্রীতত্ব যত শুদ্ধ ও পবিত্র হবে, তত বেশী বিশেষত্বগুলি স্ত্রীর মধ্যে দেখা যাবে।

ক্রমশঃ

কলকাতায় পা রাখলেন শাহ, পুজোর মঞ্চ থেকেই 'সোনার বাংলা'-র ডাক.

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শারদোৎসবের আবহে এবার বাংলার মাটিতে পা রাখলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । একদিকে একের পর এক পুজো উদ্বোধন, অন্যদিকে রাজ্য রাজনীতিতে দলকে চাঙ্গা করতে তৎপরতা-দুটিই পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।যদিও বিজেপির অভ্যন্তরে ভূপেন্দ্র যাদবকে "ভোট কৌশলের মাস্টারমাইন্ড" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৩ থেকে ২০২০ পর্যন্ত একাধিক রাজ্যে বিজেপিকে সাফল্য এনে দিয়েছেন তিনি। এবার তাকেই রাজ্যের মাটিতে প্রথমবার ক্ষমতা দখলের গুরু দায়িত্ব দিলেন মোদি-শাহ জুটি।শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করেন অমিত শাহ । এরপর সোজা চলে যান সল্টলেকের ইজেডসিসিতে , যেখানে আরেকটি পুজোর উদ্বোধনে অংশ নেন। তবে মূল নজর ছিল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপে।

এরপর ৩ পাতায়

জুট কমিশনার ব্যবসায়ী, মিল ও মজুতকারীদের ওপর পাট মজুত সীমা জারি করলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত কয়েক মাসে পাটের দামে তীব্র উত্থানে শিল্পে উদ্বেগ বাড়ছে। কৃষি খরচ ও মূল্য কমিশন (সি এ সি পি) ২০২৫-২৬ সালের জন্য 'রেফারেন্স গ্রেড জুটের' ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এম এস পি) প্রতি কুইন্টালে ৫৬৫০ টাকা ঠিক করেছে । সরকার এই দাম স্বীকার করে নিয়েছে। এই এমএসপি-তে খরচ ও পারিবারিক শ্রমের উপরে গড়ে ৬৬.৮ শতাংশ লাভ ধরা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি বা ই সি জে বলছে, দেশে প্রায় ৭৫ লক্ষ বেল (প্রতিটি ১৮০ কেজি) কাঁচা পাট প্রস্তুত হবে। বাজারে দাম এখন এমএসপি'র থেকে অনেক বেশি। অথচ এই দামই কৃষকের ন্যায্য আয় নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

ন্যায্য বণ্টন সম্ভব করতে এবং মজুতদারি ও জল্পনা ঠেকাতে জুট কমিশনার কাঁচা পাটের মজুত সীমা বেঁধে দিলেন। ব্যবসায়ী, মজুতকারী ও প্রস্তুতকারকদের জন্য এই নিয়ম। জুট ও জুট টেক্সটাইল কন্ট্রোল অর্ডার, ২০১৬ অনুযায়ী, এই সীমা জারি হয়েছে। কাঁচ পাট বেলারদের (যাদের কাছে বেলিং প্রেস আছে) সর্বোচ্চ সীমা ২০০০ কুইন্টাল। অন্যান্য মজুতকারক (বেলার বাদে) সর্বোচ্চ ৩০০ কুইন্টাল রাখতে পারবেন। আর জুট মিল বা প্রসেসিং ইউনিট প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা বর্তমান উৎপাদন হারে সর্বাধিক দুই মাসের খরচের সমান মজুত রাখতে পারবে। সব মজুতকারীকে প্রতি শুক্রবার Jute SMART পোর্টালে (http://jutecomm.gov.in/Jute Smart.html)) জুট মজুতের তথ্য জানাতে হবে। সীমার চেয়ে বেশি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে উদ্বৃত্ত কমাতে হবে। উদ্বৃত্ত ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করতে হবে। প্রমাণসহ রিপোর্ট দ্রুত জুট কমিশনারের দফতরে জমা দিতে হবে।

কর্মকর্তারা মজুত ও নথি পরীক্ষা করবেন। নিয়ম ভাঙলে উদ্বৃত্ত বাজেয়াপ্ত হবে। কোনও সংস্থা ঘোষণা না করলে বা সীমা ভাঙলে ১৯৫৫-এর জরুরি দ্রব্য আইনের ৬, ৭ ও ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামের ওঠানামা ও জল্পনা পাট শিল্পকে বিপদে ফেলতে পারে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই এই পদক্ষেপ। সরবরাহ স্থিতিশীল হবে, কালোবাজারি বন্ধ হবে এবং কৃষক, প্রস্তুতকারক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থাগুলি কার্যনির্বাহী নন, এমন কর্মীদের জন্য ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা কাজ-ভিত্তিক পুরস্কার ঘোষণা করল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

কয়লা মন্ত্রকের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থাগুলি আজ কার্যনির্বাহী নন, এমন কর্মীদের কাজের উপর ভিত্তি করে ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর যৌথ দ্বিপাক্ষিক কমিটির অধীন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কমিটির ষষ্ঠ বৈঠকের পর এই ঘোষণা করা হয়। এর ফলে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং তার অধীন সংস্থাগুলির প্রায় ২.১ লক্ষ নন্-এক্সিকিউটিভ কর্মী এবং ৩৮ হাজার এসসিসিএল নন্-

এরপর ৬ পাতায়

আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বদেশী ৪জি মোবাইল নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করবেন

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ভারতের ডিজিটাল যাত্রাপথের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল সম্পূর্ণভাবে দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মিত স্বদেশী ৪জি মোবাইল নেটওয়ার্কের জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ উদ্বোধন করবেন। আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের এ এক গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। মাত্র পাঁচটি দেশ নিজেদের প্রযুক্তিতে সফলভাবে ৪জি টেলিকম স্ট্যাক তৈরি ও কার্যকর করতে পেরেছে।

পশ্চিমবঙ্গ টেলিকম সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী হাওয়া সিং জাখর এবং কলকাতা টেলিফোনস-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গাজালা ফয়সাল -এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করা হয়। দুই আধিকারিক ই এই কর্মসূচির গুরুত্বকে ভারতের প্রযুক্তিগত স্বতন্ত্রের নজির হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর বিস্তার ও প্রভাবের মাত্রার কথা বলেন।

দেশীয় ৪জি স্ট্যাক (যা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৫জি তে উন্নীত করা যাবে) বহু সংস্থা সমন্বিত একটি জাতীয় প্রচেষ্টার ফল। এর রেডিও অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে তেজাস নেটওয়ার্ক, কোর নেটওয়ার্ক ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করেছে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিম্যাটিকস আর সামগ্রিক সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করেছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস। বিএসএনএল-এর মতে, এই পরিকাঠামোর কর্মক্ষমতা ও নিরাপত্তা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। ফলে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি বহিরাগত সরবরাহ থেকে কৌশলগত স্বাধীনতাও এটি নিশ্চিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন মোট ৯৭,৫০০টি ৪জি মোবাইল টাওয়ার। মত খরচ হয়েছে ₹৩৭,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিএসএনএল তৈরি করেছে ৯২,৬০০টি সাইট, এবং আরও ১৮,৯০০টি সাইটের

এরপর ৪ পাতায়

বিরিয়ানি খেয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন BLRO অফিসের মুহুরি

পূর্ব বর্ধমান: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো চলে এসেছে। পুজোতে প্রিয় খাবার দাবারের তালিকায় একেবারে প্রথমের সারিতে যেসব খাবার থাকে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিরিয়ানি। তবে এই বিরিয়ানিই কেড়ে নিল প্রাণ! রাজ্যে কিন্তু এখানেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার অবসান নয়। পুজোর মুখে ডায়মন্ড হারবারের বারদ্রোণে জোড়া অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। জল ভেবে মদের সঙ্গে ফর্মালিন খেয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। পুলিশের দাবি, মৃত ঠাকুরদাস কামারের ছেলের খামারের পাশে বসে মদ্যপান করেন দু'জন। এরপরেই জল ভেবে মদের সঙ্গে ফর্মালিন মিশিয়ে খেয়ে ফেলায় মৃত্যু হয় তাঁদের। ইতিমধ্যেই খামার থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের। অফিসের পিকনিকে গিয়েছিলেন সকলে মিলে।সেই অফিস পিকিনিকেই 'বিরিয়ানি খেয়ে মৃত' BLRO অফিসের মুহুরি। পুজোর ছুটির আগে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ BLRO অফিসে পিকনিক হয়। সূত্রের খবর, সেখানেই মহুরি সুমন্ত মল্লিক ও রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝি চিকেন বিরিয়ানি খান। তবে BLRO অফিস সূত্রে দাবি করা হয় ওই দুই ব্যক্তি বাদে বাকি স্টাফরা সকলে মটন বিরিয়ানি খান। এই বিরিয়ানি খেয়েই বিপত্তি।

পিকনিকে চিকেন বিরিয়ানি খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন মুহুরি ও রেভিনিউ অফিসার উভয়েই। রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝিকে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। তবে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মহুরি সুমন্ত মল্লিককে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাঁর বিরিয়ানিতে বিষ মিশিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে, বলে মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়।

অপরদিকে, পুরুলিয়ায় একই পরিবারের মা ও তিন নাবালিকা মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে চার জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। ভিন রাজ্যে কাজ করেন মৃত মহিলার স্বামী। তিনি বাড়ি ফিরে স্ত্রী-সহ তিন নাবালিকা মেয়েকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনিই নিজে চারজনকে চিকিৎসার জন্য বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক ৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আজ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চারটি দেহের ময়নাতদন্ত হবে।

(১ম পাতার পর)

কলকাতায় পা রাখলেন শাহ, পুজোর মঞ্চ থেকেই 'সোনার বাংলা'-র ডাক

বিশিষ্ট এই পুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই অমিত শাহ বার্তা দেন বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে।

তিনি বলেন, "বাংলায় এমন সরকার গড়ে উঠুক, যারা সোনার বাংলা তৈরি করতে পারবে। কবিগুরুর বাংলাকে আবার গৌরবময় করে তুলতে হবে।" পাশাপাশি সাম্প্রতিক প্রবল বৃষ্টিপাতে রাজ্যে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে জানান, বিজেপি নেতা-কর্মীরা মৃতদের পরিবারের পাশে রয়েছেন।তবে শুধুই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা নয়, এই সফরে ছিল রাজনৈতিক রণকৌশলের ছাপও। অমিত শাহের সঙ্গে নিউটাউনের একটি হোটেলে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সহ-সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপির ভবিষ্যৎ রণকৌশল এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েই আলোচনায় মেতে ওঠেন তাঁরা।

বিজেপির পক্ষে এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে রাজ্যের নির্বাচনী দায়িত্বে আনা হয়েছে। তাঁর সহকারী হিসেবে থাকবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তবে তৃণমূলের তরফে এই নিয়োগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, "ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে যাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়েছে সাংগঠনিক দায়িত্বে। এ থেকেই স্পষ্ট, বিজেপি নিজের ঘর সামলাতে পারছে না।"

বিহারে বিজেপির প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ছেন ১৫ বিধায়ক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দু'দিনের ম্যারাথন বৈঠকের পর অবশেষে মিলল সমাধান সূত্র। চূড়ান্ত হয়ে গেল বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী তালিকা। জানা গিয়েছে, এই তালিকায় বাদ পড়তে চলেছেন প্রায় ১৫ জন বিধায়ক।এনডিএ জোটের আসন সমঝোতার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। কোনও দলের তরফেই এই নিয়ে মুখ খোলা হয়নি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিহারের ১০৩ আসনে লড়বে বিজেপি। ২৪৩ বিধানসভা আসনে নির্বাচন হবে অক্টোবর অথবা নভেম্বরে।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রায় পনেরো ঘণ্টার লম্বা বৈঠকে প্রতিটি বিধানসভা ধরে বিশ্লেষণ করা হয়।এই বৈঠকে সাংগঠনিক অবস্থা, বুথ কমিটিগুলির কার্যকারিতা, স্থানীয় সমস্যা এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলেও মূল লক্ষ্য ছিল প্রার্থী নির্বাচন।

বৈঠকে, প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনার জন্য জেলাগুলি থেকে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নেতারাই উপস্থিত ছিলেন। টিকিট প্রত্যাশীদের এই বৈঠকে রাখা হয়নি। উপস্থিত নেতাদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দাবি তোলার চেষ্টা করেন। যদিও কোর কমিটি তাঁদের বাধা দেয় বলে জানা গিয়েছে। জেলা সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে সব কেন্দ্রে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থীর নাম তাঁরা তুলে ধরেন। জানা গিয়েছে, এরপরেও কিছু আসনে প্রায় ১০ জন প্রার্থীর নাম নিয়েও আলোচনা হয়।

জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ জন বিধায়ক বাদ পড়তে চলেছেন এবারের প্রার্থী তালিকা থেকে। ২০২৪ সালের অনাস্থা ভোটে যাদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সেই সব বিধায়কের নাম এই তালিকায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশপাশি, যাদের বয়স ৭০ বছরের বেশি এবং যে সব নেতা দলের অন্দরে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন তাঁদেরও এই বাতিল তালিকায় রাখা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

রুশ সেনার এখনও কর্মরত ২৭ জন ভারতীয়

রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হয়ে কাজ করছেন ২৭ জন ভারতীয়। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানাল বিদেশমন্ত্রক। চাকরির ফাঁদে পা দিয়ে রুশ সেনায় যোগ দেওয়ার ঘটনা এড়াতে সতর্কবার্তা দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে। যেখানে দাবি করা হয় যে, রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে বোড়ে করা হচ্ছে ভারতীয়দের! সেই প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আগেই রণধীর জয়সওয়াল জানান, ”রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়োগের প্রতিবেদনটি নজর এসেছে। এই বিষয়ে আগেই সাবধান করা হয়েছে। বিপদের বিষয়ে জানানো হয়েছে।” কিন্তু এরপরেও রাশিয়ান বাহিনীতে কীভাবে ভারতীয়রা উঠছে প্রশ্ন।শুক্রবার বিদেশমন্ত্রক জানায়, 'যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে অন্তত ২৭ জন ভারতীয় রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে কাজ করছে।' এই বিষয়ে ফের একবার মস্কোকে বার্তাও দিয়েছে ভারত।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এদিন জানিয়েছেন, ”রুশ সেনায় কর্মরত ভারতীয় নাগরিকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।” শুধু তাই নয়, অবিলম্বে ভারতীয় নাগরিকদের যাতে মুক্তি দেওয়া হয় সে বিষয়েও রাশিয়াকে বার্তা দেয় বিদেশমন্ত্রক। পাশাপাশি রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রস্তাব থেকে সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা যাতে দূরে থাকেন সেই আবেদনও জানান রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, ভারতীয় নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের যেকোনও প্রস্তাব থেকে দূরে থাকার জন্য অনুরোধ করছি।” এমনকী নিজেদের জীবনকে কেউ যাতে বিপদের মধ্যে না ফেলেন সেই বার্তাও দেন বিদেশমন্ত্রকের এই মুখপাত্র।

বলে রাখা প্রয়োজন, বছরের শুরুতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সংসদে এক বার্তায় জানানো হয়, ১২৭ জন ভারতীয় রুশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। নয়াদিল্লি এবং মস্কোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চস্তরে আলোচনার মাধ্যমে ৯৮ জনকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। বিদেশমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, এখনও ১৩ জন ভারতীয় মস্কোর বাহিনীতে রয়েছে। এর মধ্যে ১২ জন নিখোঁজ বলেও জানানো হয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। আর এহেন বার্তা ঘিরেই শুরু হয় জোর বিতর্ক। এর মধ্যেই গত কয়েক সপ্তাহ আগে আরও একটি খবর সামনে আসে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চুয়াল্লিশতম পর্ব)

লেগেছিল এবং খরচ হয়েছিল ৩০,০০০/- টাকা।

মন্দির সংলগ্ন জমিটির মোট আয়তন ১ বিঘে ১১ কাঠা ৩ ছটাক; বঙ্গীয় আটচালা স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মূল মন্দিরটির আয়তন অবশ্য মাত্র ৮ কাঠা। কালীঘাট কালীমন্দিরের কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিটি অভিনব রীতিতে নির্মিত। মূর্তিটির জিভ, দাঁত ও মুকুট সোনার। হাত ও মুণ্ডমালাটিও সোনার।

দেবী মায়ের সোনার জিভ গড়িয়ে দিয়েছিলেন পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। পাতিয়ালার মহারাজও সোনার মুণ্ডমালা দান করেন। খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বদেশী ৪জি মোবাইল নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করবেন

অর্থায়ন করেছে ডিজিটাল ভারত নিধি। এই দ্বিতীয় অংশ বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছে সীমান্তবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২৬,৭০০ গ্রামকে সংযুক্ত করার জন্য। এর মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ প্রথমবারের মতো মোবাইল সংযোগ পাবেন। কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেন, এই সম্প্রসারণ শুধু গ্রাম ও শহরাঞ্চলের ডিজিটাল বিভাজন কমাবে না, পাশাপাশি, কৌশলগতভাবে জরুরি এলাকায়ও যোগাযোগ পরিকাঠামোকে মজবুত করবে।

স্বদেশী ৪জি সম্প্রসারণকে দেশের অন্যতম বৃহত্তম দেশীয় টেলিকম প্রকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি বিদেশি বিক্রেতার ওপর নির্ভরতা হ্রাসের পাশাপাশি দেশীয় উদ্ভাবক ও নির্মাতাদের এক সমৃদ্ধ মেলবন্ধন গড়ে তুলছে। জাতীয় নীতি ও সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার সমন্বয়ে এই উদ্যোগ আত্মনির্ভরতা ও সম্মিলিত সাফল্যের চেতনাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছে।

বিএসএনএল প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন, সফটওয়্যার-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের কারণে ভবিষ্যতে দেশীয় কোর কম্পোনেন্ট পরিবর্তন না করেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৫জি তে উন্নীত করা যাবে। এর ফলে আজকের বিনিয়োগ আগামী দিনের দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ জগতে সমানভাবে কার্যকর ও প্রতিযোগিতামূলক থাকবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ডাকাত কালীপুজো করে ডাকাতি করতে যেত, আর গৃহস্থ সেই কালীপুজো করেই আত্মরক্ষায় বলীয়ান হয়েছে। আমাদের কোনও জনপদ কালী মন্দির ছাড়া নয়। ছোটবেলায় শোনা একটা ব্রতকথায় এরকম পংক্তি ছিলঃ কলিযুগের গতি কালী... ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মূর্তি ভাঙার স্মৃতি অভিষেক যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর কলেজে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে আজ বিদ্যাসাগর কলেজে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর সাড়ে ১২টায় তাঁর সেখানে যাওয়ার কথা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আজ দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শাহী সফরের দিনই বিদ্যাসাগর কলেজে অভিষেকের কর্মসূচি ২০১৯ সালের বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার স্মৃতি উসকে দেওয়ার কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে।অভিষেক বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছেন এমন একটা আবহে, যখন কলকাতায় আসছেন সেই শাহ। তা-ও দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে। শাহ কী বলেন সেদিকে যেমন নজর থাকবে, নজর থাকবে অভিষেকেও অতীতের ঘটনা টেনে শাহকে জবাব দেন কি না সেদিকে।

সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে তাঁর পুজো উদ্বোধন করার কথা। কালীঘাট থেকে শাহ সল্টলেকের ইজেডসিসি-তে বিজেপির পুজো উদ্বোধন করে বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বিমানবন্দরে রওনা দেবেন। বৃহস্পতিবার বেশি রাতে তিনি কলকাতায় আসেন। শাহের কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগেই অভিষেক চলে যাবেন বিদ্যাসাগর কলেজে।

২০১৯ সালে ভোটের প্রচারে কলকাতায় এসেছিলেন অমিত শাহ। অভিযোগ, বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে দিয়ে তাঁর রোড-শো যাওয়ার সময় সেই মিছিল থেকে প্ররোচনা দিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকদের উত্তেজিত করে হামলা চালানো হয়েছিল বিদ্যাসাগর কলেজে। ২০০ বছরের জন্মবার্ষিকী ছিল সে বছর। ভেঙে ফেলা হয় বিদ্যাসাগরের মূর্তি। রাজনীতির আবহে তুমুল বিতর্ক দানা বাঁধে।

পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়কে বেধড়ক মারধর, উদ্ধার করতে গেলে আক্রান্ত পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জামালপুর: তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়কে বেধড়ক মারধর। তাকে উদ্ধার করতে গেলে আক্রান্ত হয় পুলিশ। জনরোষের মুখে পরেন পুলিশ অফিসাররা।পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার পেশ করা হয় আদালতে। তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়কে বেধড়ক মার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, "স্ত্রী পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পর থেকেই ফিরোজ নিজেকে বেরুগ্রাম অঞ্চলের 'বেতাজ বাদশা' হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। তারই সঙ্গে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করা, অত্যাচার চালানো

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance [illegible] - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নির্ভীক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ভারতের বিরুদ্ধে হুমকি কানাডায় মুক্তিপ্রাপ্ত খালিস্তানি সন্ত্রাসীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খালিস্তানি জঙ্গি ইন্দ্রজিৎ সিং গোসাল জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর মাত্র একদিন কেটেছে। তারপরই তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী গুরপতবন্ত সিং পান্নুন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে লক্ষ্য করে হুমকি দিল। কানাডায় গ্রেফতারের এক সপ্তাহের মধ্যে গোসাল জামিনে মুক্তি পায়। নিষিদ্ধ শিখস ফর জাস্টিস গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সংগঠক এবং মনোনীত সন্ত্রাসী গুরপতবন্ত সিং পান্নুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৩৬ বছর বয়সী ইন্দ্রজিৎ সিং গোসালকে লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র রাখার একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল।২০২৪ সালের নভেম্বরেও ব্রাম্পটনের হিন্দু সভা মন্দিরে এক হিংসাত্মক সংঘর্ষের পর পিল রিজিওনাল পুলিশ ইন্দ্রজিৎ সিং গোসালকে হেফাজতে নেয়। ২০২৩ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারেতে সহকর্মী এসএফজে সন্ত্রাসী নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের পর গোসাল খালিস্তানিদের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারত সরকারের ওপর এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায় চাপায়। যদিও ভারত এই দাবি অস্বীকার করে।গোসাল একটি ভিডিওতে বলেছে, “ভারত, আমি বাইরে আছি গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে সমর্থন করার জন্য, ২৩ নভেম্বর খালিস্তান গণভোট আয়োজনের জন্য। দিল্লি হবে খালিস্তান।” তারপরই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে তার হুমকি, “অজিত ডোভাল, আপনি কানাডা, আমেরিকা বা অন্য কোনও ইউরোপীয় দেশে এসে কেন তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলেন না বা কোনও প্রত্যর্পণের চেষ্টা করেন না? ডোভাল, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।”

গ্লোবাল নিউজের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে গোসাল দাবি করে, রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) তাকে সতর্ক করেছিল যে তার জীবনহানির ঝুঁকি রয়েছে। পুলিশ সুরক্ষা প্রদানের প্রস্তাব দিলেও গোসাল তা প্রত্যাখ্যান করে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং তাঁর কানাডিয়ান প্রতিপক্ষ নাথালি জি ড্রুইনের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। এর কয়েকদিন পরই গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে, যেখানে উভয় দেশ সন্ত্রাসবাদ দমন এবং আন্তঃজাতিক অপরাধের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত ছিল আগে থেকেই।

(২ পাতার পর)

রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থাগুলি কার্যনির্বাহী নন, এমন কর্মীদের জন্য ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা কাজ-ভিত্তিক পুরস্কার ঘোষণা করল

এক্সিকিউটিভ কর্মী উপকৃত হবেন। উপস্থিতির ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা পড়বে। এর ফলে, কোল ইন্ডিয়া'র মোট ২১৫৩.৮২ কোটি টাকা এবং এসসিসিএল – এর ৩৮০ কোটি টাকা খরচ হবে।

কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম ও অবদানের স্বীকৃতিতে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, কর্মীদের উৎপাদনশীলতা, মনোবল এবং কাজের উৎসাহ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

(৫ পাতার পর)

পঞ্চায়েত প্রধানের আত্মীয়কে বেধড়ক মারধর, উদ্ধার করতে গেলে আক্রান্ত পুলিশ

লোকের জমি-জমা কেড়ে নেওয়া, এসবও শুরু করেন। দামোদর থেকে বালি লুঠেও ফিরোজ হাত পাকিয়ে ফেলে।"ফিরোজ চক্ষণজাদি গ্রাম ছেড়ে পালালেও ফিরোজের ভাই শেখ চাঁদ চক্ষণজাদি গ্রামেই ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই তাঁর উপর জনরোষ আছড়ে পড়ে। তাঁকে রাস্তায় আটকে বেধড়ক মারধর শুরু হয়। সেই খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অঞ্চল ও ব্লক তৃণমূলের নেতারাও গোটা ঘটনা নিয়ে কার্যতঃ মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যদিও যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদের পরিবারের লোকজনের দাবি তারা নির্দোষ তারা এসব বিষয়ে কিছু জানেই না ।তাদের অধিকাংশের বাড়ি অন্য গ্রামে। জামালপুর থানার পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। ভাঙচুর করা হল পুলিশ গাড়িও। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার(Jamalpur P.S.) বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চক্ষণজাদি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে। পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় ১৭জনকে গ্রেফতার করে জামালপুর থানার পুলিশ ।অভিযুক্তদের শুক্রবার পেশ করে বর্ধমান জেলা আদালতে।

সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের মতো সন্ত্রাস ও অত্যাচার চালানোর অভিযোগে বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী শেখ ফিরোজে বিরুদ্ধে সম্প্রতি গর্জে উঠেছিলে চক্ষণজাদির বাসিন্দারার। যদিও সেই ফিরোজ এখন গ্রামছাড়া। তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফিরোজের ভাই শেখ চাঁদের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ে জনরোষ। তাকে জনরোষ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশও। ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি। কোনও রকমকে পরিস্থিতি সামল দিয়ে পুলিশ শেখ চাঁদ-কে জনরোষের হাত থেকে উদ্ধার করে জামালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌছায়। রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী চক্ষণজাদি গ্রামে পৌঁছে শুরু করে ধরপাকড় অভিযান। উত্তেজনা থাকায় রাতে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। হাসনারা বেগম ২০১৮ সাল থেকে একটানা বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। একই গ্রামের বাসিন্দা শেখ শাহাবুদ্দিন ওরফে দানি বেরেগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি।

সিনেমার খবর

হাল ছাড়ে না মনোজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

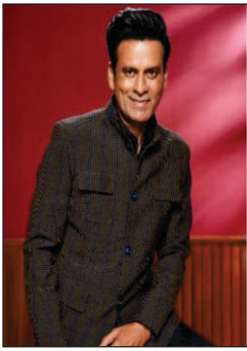

বলিউড অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি তিন দশক ধরে নিজের দাপট ধরে রেখে চলেছেন। নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ অভিনেতা তার দীর্ঘ অভিনয়জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

১৯৯৮ সালে পরিচালক রাম গোপাল ভার্মার ‘সত্য’ সিনেমাটি মনোজ বাজপেয়ির অভিনয়জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সাফল্যের আগেও তাকে বহুবার প্রত্যাখ্যানের শিকার হতে হয়েছিল। এমনকি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় ভর্তির চেষ্টাতেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। ছোট ছোট চরিত্র থেকে শুরু করে নিজের মেধা ও পরিশ্রমের জোরে এ অভিনেতা তার জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন।

বর্তমানে মনোজ বাজপেয়ি তার নতুন সিনেমা ‘জুগনুমা দ্য ফেবল’-এর প্রচার নিয়ে ব্যস্ত আছেন। রাম রেড্ডি পরিচালিত সেই সিনেমায় তার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন দীপক দব্রিয়াল, প্রিয়াংকা বসু, তিলোত্তমা সোম, হিরাল সিধু প্রমুখ। তিন দশকের পথচলায় মনোজ বাজপেয়ি বলেন, তার স্ত্রী শাবানা নিজে অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন এ যেন একেবারেই অলৌকিক ব্যাপার! তুমি কীভাবে এখনও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আছ? কারণ তুমি তো বারবার তোমার আচরণে লোকজনকে রাগিয়ে দাও অথচ এখনও কীভাবে কাজ পেয়ে যাচ্ছ? এ অভিনেতা বলেন, আমি কখনও বুঝতে পারিনি কীভাবে এত বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে আছি। হয়তো আমার জেদ, আমার ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতাই আমাকে এগিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি বলিউড ছাড়াও তেলেগু ও তামিল সিনেমায় কাজ করেছেন। তিনি তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র ও চারবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অর্জন করেছেন। শিল্পকলায় অবদানের জন্য ২০১৯ সালে তিনি ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রীতে ভূষিত হন।

তারকাদের সমালোচনায় আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে তারকাদের অতিরিক্ত চাহিদা নিয়ে মুখ খুললেন আমির খান। গেম চেঞ্জার্স ইউটিউব চ্যানেলে কোমল নাহতাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, প্রযোজকের ওপর ব্যক্তিগত খরচ চাপানো অন্যায়।

আমিরের ভাষায়, ‘গাড়িচালক, সহকারী, ট্রেইনার এরা তো আমার জন্য কাজ করে, তাদের বেতন দেওয়া আমার দায়িত্ব, প্রযোজকের নয়।’ ৩৭ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি নাকি কখনোই এসব খরচ প্রযোজকের কাঁধে চাপাননি। বর্তমান প্রজন্মের তারকাদের দাবি, আলাদা ভ্যানিটি ভ্যান, জিম, কুক বা লাইভ কিচেন তার কাছে অস্বাভাবিক ও প্রযোজকদের জন্য বোঝা। তবে তিনি এটাও জানান, তারকারা চাইলে এসব সুবিধা নিতে পারেন, সমস্যা হলো, সেটা প্রযোজকের ঘাড়ে চাপানো। আমিরের ভাষ্যে, ‘তোমরা কোটি কোটি টাকা আয় করছ অথচ নিজের খরচ দাও না? এটা খুবই দুঃখজনক। শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। আমি স্পষ্ট বলছি, এটা লজ্জাজনক।’

আমিরের মতে, একজন অভিনেতার প্রথম দায়িত্ব হলো প্রযোজকের ওপর বাড়তি বোঝা না চাপানো। ‘আমরা সবাই একসঙ্গে ছবির জন্য কাজ করি। টিম প্লেয়ার হিসেবে সবারই এই সচেতনতা থাকা উচিত,’ বলেন তিনি। শেষে তিনি যোগ করেন, ‘আজও আমি যখন পরিবার নিয়ে আউটডোর শুটে যাই, সব খরচ নিজের পকেট থেকে দিই। প্রযোজককে কখনোই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে বলিনি। আজকের তারকারা নিজের অবস্থানের সুযোগ নিচ্ছেন, যা তাদের ভাবমূর্তিকেই নেতিবাচক করছে।’

উচ্ছ্বসিত বাণী কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’ ছবির মাধ্যমে ফিল্মি ভ্রমণ শুরু করেছিলেন বাণী কাপুর। সম্প্রতি ওটিটিতেও তার অভিষেক হয়েছে। নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ ‘মান্ডালা মার্ডারস’-এ এক সাহসী পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছেন বাণী।

যশরাজ এন্টারটেইনমেন্টের ক্রাইম থ্রিলার সিরিজটি ২৫ জুলাই মুক্তি পেয়েছে, মুক্তির পরই নেটফ্লিক্সের প্রথম দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে তাই দারুণ উৎফুল্ল অভিনেত্রী। ভারতীয় গণমাধ্যম দৈনিক জাগরণকে এক সাক্ষাৎকারে বাণী কাপুর বলেন, ‘সিনেমার জগতে আসা আমার জন্য অনেক বড় ঘটনা। আসলে জীবনে কখনও কল্পনাও করিনি যে অভিনেত্রী হব, আর এই পেশা আমার উপার্জনের মাধ্যম হয়ে উঠবে। কাজ করতে করতে এতটাই আনন্দ পেয়েছি যে অভিনয়ের গভীরে পৌঁছে গেছি। আসলে অনেক সময় আমরা নিজেদের নিয়ে যা ভাবি, বাস্তবে তা হয় না। আর আমাদের জীবনে এমন কিছু ঘটে, যা আমরা কখনও পরিকল্পনা করিনি।’

ক্যারিয়ারের শুরুতেই যশরাজ ফিল্মসের সঙ্গে তিনটি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। যশরাজের ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’-এর পর ‘বেফিকরে’, ‘ওয়ার’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল বাণীকে। ‘এখন তো আমার মনে হয় আমি এখান থেকেই এসেছি (চলচ্চিত্রজগৎ)। এই পেশা আমাকে জীবনে উদ্দেশ্য দিয়েছে, যার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারব। আমরা যখন বেড়ে উঠি, আমাদের মনে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা আসতে থাকে। ভাবি যে ১০ বছর পর আমরা কোথায় থাকব। ভবিষ্যতে কী করব, কোন চাকরি করব। আর চলচ্চিত্রজগতে আসার পর এখানে একদম ফিট হয়ে গেছি। এখন মনে হয়, অন্য কোথাও কোনো চাকরিতে নিজেকে আর মানাতে পারব না। জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি। তাই নিজের এই ভ্রমণকে আমার জাদুকরি বলে মনে হয়। অভিনয়ের এই যাত্রায় অনেক দুর্দান্ত মানুষের সঙ্গে কাজ করেছি। আর এই যাত্রা আগামী দিনে আরও রোমাঞ্চকর ও সুন্দর হতে চলেছে বলে আমার বিশ্বাস’, বললেন বাণী। বড়পর্দায় ‘রেড ২’ ছবিতে বাণীকে শেষ দেখা গেছে। কমেডি ছবি ‘বদতমিজ গিল’ আর ‘সর্বগুণসম্পন্ন’তে নতুন রূপে আসছেন তিনি।

ভারত নয় পাকিস্তানের ক্রিকেটে মন দেয়া উচিৎ: হেসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন দলটির প্রধান কোচ মাইক হেসন। আগের দুটি ম্যাচে দুই দলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার পর হেসন তার খেলোয়াড়দের ভারত নয় বরং ক্রিকেটের উপর মনোযোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সুপার ফোরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১১ রানে কঠিন জয়ের পর এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের সঙ্গে প্রথমবার মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান।

এবারের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে যে তিক্ততা দেখা গেছে। মে মাসে দুই দেশের সামরিক সংঘাতের পর তাদের প্রথম সাক্ষাতেই এই সংঘাতে জড়ায় পাকিস্তান। তাকে হালকা করে দেখালেন নিউজিল্যান্ডের কোচ হেসন।

তিনি বলেন, দেখুন, খেলোয়াড়দের কাছে আমার বার্তা খুবই স্পষ্ট, শুধু ক্রিকেটে মনোযোগ দাও, আর আমরাও তাই করব। উচ্চচাপের ম্যাচে আবেগের বহিঃপ্রকাশ সব সময়ই থাকে।

তবে এই দুই ম্যাচেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম ম্যাচের পর ভারত দল পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় ম্যাচের পরও একই ঘটনা ঘটে। প্রথম ম্যাচের পর ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের ওপেনার সাহেবজাদা ফারহান এবং পেসার হারিস রউফ আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গি করেন।

আগের দুটি ম্যাচে পাকিস্তান কিন্তু ভারতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। গ্রুপ 'এ' ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় এবং সুপার ফোরেও ৬ উইকেটের জয় ছিনিয়ে নেয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০২২ সাল থেকে ভারতের কাছে পাকিস্তানের অপরাজিত থাকার ধারা বজায় থাকল। এই সময়ে তিনটে ওয়ানডে এবং চারটি টি-টোয়েন্টিসহ মোট সাতটি ম্যাচে হেরেছে পাকিস্তান।

হেসন জানিয়েছেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারাতে হলে তার দলকে ফাইনালে আরও ধারাবাহিক ও আক্রমণাত্মক হতে হবে।

তার কথায়, আমাদের আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য ভারতকে চাপে রাখার মতো যথেষ্ট ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে, কারণ তারা বিশ্বের এক নম্বর দল হিসেবে স্থান পাওয়ার একটা কারণ তো আছে।

প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান মাত্র ১২৭/৯ রান করে। ফলে ভারত মাত্র তিন উইকেট হারিয়েই ম্যাচ জিতে নেয়। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান কিছুটা ভালো খেললেও ৬ উইকেটে হার মানে।

হেসন বিশ্বাস করেন, দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর দল প্রথম ম্যাচের চেয়ে অনেক ভালো খেলেছে। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, ভারতের বিরুদ্ধে আমরা শেষ ম্যাচে যেভাবে খেলেছি, তা প্রথম ম্যাচের চেয়ে অনেক বড় পদক্ষেপ। প্রথম ম্যাচটা ছিল খানিকটা নিষ্ক্রিয়; আমরা ভারতকে খেলার নিয়ন্ত্রণ নিতে দিয়েছিলাম।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু শেষ ম্যাচে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে খেলাটাকে নিজেদের মুঠোয় ধরে রেখেছিলাম। তবে অভিষেক শর্মার অসাধারণ ইনিংস আমাদের থেকে ম্যাচটা ছিনিয়ে নেয়। অভিষেক শর্মা ৩৯ বলে ৭৪ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ভারতকে ১৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে সাহায্য করেন।

হেসন শেষ বলেন, আমরা এই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য এবং এখন এটা আমাদের ওপর নির্ভর করছে যে আমরা এর কতটুকু সদ্ব্যবহার করতে পারি। আমরা ট্রফি জেতার মতো জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে চলেছি।

১৮ কোটি টাকায় বিক্রি রুকি কার্ড পেলেকে ছাড়িয়ে মেসি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রুকি কার্ড হলো কোনো ফুটবলারের প্রথম অফিসিয়াল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ট্রেডিং কার্ড। এটি সাধারণত ওই খেলোয়াড়ের পেশাদার ক্যারিয়ারের প্রথম মৌসুমে প্রকাশ করা হয়। যদি খেলোয়াড়টি ভবিষ্যতে বিশ্বখ্যাত ফুটবলার হয়ে যান, তাহলে তার রুকি কার্ডের দাম অনেক বেড়ে যায়। সংগ্রাহকদের কাছে তাই এটি খুবই মূল্যবান। ফুটবলের শীর্ষ স্তরে লিওনেল মেসির অভিষেক হয়েছিল ২০০৪-০৫ মৌসুমে, স্প্যানিশ লা লিগায় বার্সেলোনার জার্সিতে। তখন রুকি কার্ড প্রকাশ করেছিল ইতালিয়ান প্রতিষ্ঠান পানিনি। আর্জেন্টাইন মহাতারকার ছবির পাশাপাশি তার তৎকালীন ক্লাব বার্সার নাম লেখা ছিল সেখানে। দুই দশকের ব্যবধানে সেই কার্ড বিক্রি হয়েছে রেকর্ড ১৫ লাখ ডলারে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

২০০৪-০৫ পানিনি মেগা ক্র্যাকস লিওনেল মেসি রুকি কার্ডটি বিক্রি হয়েছে রোববার। ব্যক্তিগত লেনদেনের যে নতুন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা বিক্রি হয়েছে সেটা হলো ফ্যানাটিকস কালেক্ট। কার্ডটি একেবারে নতুনের মতো থাকায় সর্বোচ্চ গ্রেড (১০) পেয়েছে প্রফেশনাল স্পোর্টস অথেনটিকেটরের (পিএসএ) কাছ থেকে। তারা ট্রেডিং কার্ডের অবস্থা মূল্যায়ন করে থাকে। এটি এখন ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ফুটবল কার্ড। আগের রেকর্ডটি ছিল প্রয়াত ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের দখলে। ১৯৫৮ সালে সুইডিশ প্রতিষ্ঠান আলিফাবোলাগেট পেলের একটি রুকি কার্ড তৈরি করেছিল। ওই কার্ড ২০২২ সালে বিক্রি হয় ১৩ লাখ ৩০ হাজার ডলারে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা দাঁড়ায় প্রায় ১৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

মাঠের ভেতরে বল পায়ে নৈপুণ্যে বহু বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড মেসি। এবার মাঠের বাইরেও ভিন্ন কারণে তার নাম জড়িয়ে গেছে রেকর্ডে।

এক ম্যাচের পারফরম্যান্সেই আইসিসির মাসসেরা সিরাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্টে দুর্দান্ত বোলিংয়ে ভারতকে জেতানোর পাশাপাশি ম্যাচসেরা হয়েছিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। ওই এক ম্যাচের পারফরম্যান্স দিয়েই আইসিসির আগস্ট মাসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন এই ভারতীয় পেসার।

ইংল্যান্ড সফরে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে বল হাতে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। শেষ ম্যাচে এসে বনে গেছেন নায়ক।

ওভালে জিততে পারলেই সিরিজ জিতে নিতো ইংলিশরা। তবে ম্যাচের শেষ দিনে এসে সেটা হতে দেননি সিরাজ। সুইং ও গতির মিশেলে জেমি স্মিথ, গাস অ্যাটকিনসনদের কাজটা কঠিন করে দেন ডানহাতি এই পেসার। সকালের শুরুতে তিন উইকেট নিয়ে ভারতের ৬ রানের অবিশ্বাস্য এক জয় নিশ্চিত করেন। এমন

জয়ে সিরিজ ড্র করে ভারত। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া সিরাজ দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৫ উইকেট। শেষ টেস্টে ৯ উইকেট নিয়েই আগস্টের মাসসেরা হয়েছেন সিরাজ। এই পেসার বলেন, আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার হওয়া বিশেষ সম্মানের। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি স্মরণীয় একটা সিরিজ। আমি খেলেছি এমন সিরিজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনায় ঠাসা। আমি গর্বিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্পেলে অবদান রাখতে পেরেছি, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR